গাংনীতে ঋণের কিস্তি তুলতে গিয়ে গ্রাহকের হামলায় দুই কর্মী জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে ঋণের কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আর্স বাংলাদেশের দুই কর্মী গ্রাহকের হামলার শিকার হয়েছেন।

আহতরা হলেন, আর্স বাংলাদেশের বামন্দী ব্রাঞ্চের ইমরান হোসেন ও মুন্সী সানী রেজা। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলার গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আহত ইমরান হোসেন জানান, মহাম্মদপুর গ্রামের খনজর আলীর স্ত্রী হাশিয়ারা খাতুন ৬ মাস আগে ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ৪ মাস বকেয় হওয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইফতারের সময় সংস্থার চার কর্মী কিস্তির টাকা নিতে তাদের বাড়িতে যান। এক পর্যায়ে তারা আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ শুরু করে। পরে ধারালো অস্ত্র ও সাবল দিয়ে মারধর করা হয়।

পরে খবর পেয়ে অফিসের অন্যান্য কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঋণ নিয়ে কেনা ভ্যানটি হারিয়ে মাথায় হাত গাংনীর মুছাব আলীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল পশ্চিমপাড়া গ্রামের মুছাব উদ্দিন ঋণ নিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান কিনেছিলেন। ভ্যান চালিয়ে যা উপার্জন হতো, তা দিয়েই চলত তার সংসার। এর মধ্যেও ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতি সপ্তাহে ১,৩০০ টাকা কিস্তি দিতে হয়।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রোববার রাতে তিনি নিজের বাড়ির উঠানে ভ্যানটি চার্জে বসিয়েছিলেন। কিন্তু মধ্যরাতে এসে দেখেন, উঠানে রাখা ভ্যানটি নেই।

রাতেই প্রতিবেশীদের নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন তিনি। তবে কোনো সমাধান মেলেনি। হতাশ হয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি, যেখানে ভ্যানটি চার্জে রাখা ছিল সেই স্থানেই।

ঋণের টাকায় কেনা ভ্যানটি চোরের দল নিয়ে গেছে। এখন কিস্তি পরিশোধ করবেন কীভাবে? সংসারই বা চলবে কীভাবে এই চিন্তায় দিশেহারা মুছাব উদ্দিন।

ভ্যান চুরির ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রোববার রাতে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ায়। তিনি দাখিল উদ্দিনের ছেলে মুছাব উদ্দিন।

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ায় ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে কৃষকের আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কৃষক ইকরামুল হক মোহন (৩৫)। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়িতে

এই করুণ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পারিবারিকসূত্রে জানা গেছে, মোহন ওই গ্রামের কাউসার আলির ছেলে। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন। প্রায় এক বছর আগে তার মেরুদণ্ডে হাড়ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে, যার ফলে তিনি ভারী কাজ বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না।

চিকিৎসার ব্যয় এবং সংসারের খরচ চালাতে মোহন স্থানীয় কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিস্তি পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা জানান, শেষ কয়েক মাসে এনজিও কর্মীদের ধারাবাহিক চাপ ও ঋণের ভয় তাকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে।

বাঁশবাড়িয়ার স্থানীয়রা বলেন, “মোহন খুবই সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। অসুস্থ হওয়ার পর তাকে মানসিকভাবে খুব বেশি ভেঙে পড়তে দেখেছি। আজ তার মৃত্যুতে পুরো গ্রামে শোকের ছায়া ফেলেছে।”

পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছেন। তবে এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে থানায় একটি ইউ ডি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঋণ খেলাপির দায়ে সম্পত্তি নিলামে

ঋণগ্রহীতা মেসার্স শুকুর আলী মেহেরপুর রুপালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা থেকে ঋণ নিয়ে সময় মত পরিশোধ করতে না পারায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বন্ধকি সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করেছে।

গতকাল বুধবার বিকেল চারটার দিকে ব্যাংকের নিজস্ব শাখায় দর দাতাগন সহ বিশিষ্ট গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন। নিলাম কমিটির প্রধান জোনাল

ম্যানেজার সেলিম উদ্দিন এর ব্যবস্থাপনায় টেন্ডার বাক্স খোলা হয় এবং নিলামকৃত সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতার নামে গৃহীত হয়। এ সময় কমিটির অন্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর রূপালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম জানান, শুকুর আলী ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। এজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শুকুর আলীর নামে আদালতে মামলা করে। মামলার রায়ে আদালত ব্যাংকের নামে বন্ধকী সম্পত্তি লিখে দেয়। এজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে জমি বিক্রয় করে দেয়।

তিনি আরো জানান কোন ব্যক্তি যদি ঋণ নিয়ে পরবর্তীতে খেলাপির আওতায় পড়েন তাদেরকেও একই আইনে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিবেন।

আলমডাঙ্গায় ঋণের কিস্তির চাপে নারীর আত্মহনন

আলমডাঙ্গায় তাসলিমা খাতুন (৫৫) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে নিজ বাড়িতে ঘরের আড়ার সঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে ওই নারী আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। তাসলিমা খাতুন পৌর এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মতিয়ার রহমানের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, তাসলিমা তার সেজো ছেলেকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য উপজেলার কয়েকটি বেসরকারি (এনজিও) থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকা ঋণ নেন। প্রতি সপ্তাহে তাকে ৪০ হাজার টাকা কিস্তি দিতে হতো। তার ছেলে বিদেশ থেকে টাকা না দেওয়ায় কিস্তি পরিশোধ করতে পারেননি। এতে শাখা ব্যবস্থাপকসহ কয়েকজন মাঠকর্মী বাড়িতে এসে তাকে গালিগালাজ করেন। তারা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নেওয়ারও হুমকি দেন।

পুলিশের ভয়ে ও মনের দুঃখে সোমবার দুপুরে নিজ বাড়িতে ঘরের আড়ার সঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করে। বিকেলে স্বজনরা গলায় দড়ি

পেঁচানো ঝুলন্ত মরদেহ দেখে আলমডাঙ্গা থানায় সংবাদ দেন। তাসলিমার ছোট ছেলে বিপ্লব জানায়, কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তার মা। এর কিস্তির জন্য গত এক সপ্তাহ ধরে চাপ দিয়েছিলেন এনজিওর কর্মকর্তারা। তারা গালিগালাজ করে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। লোকসমাজ ও পুলিশের ভয়ে তাঁর মা আত্মহত্যা করেছেন।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, তাসলিমা কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নেওয়ার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছে বলে তথ্য পেয়েছি। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা হয়েছে।

গাংনীতে ঋণ দেয়ার কথা বলে উধাও পল্লী উন্নয়ন সমিতি

মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ঋণ দেবার কথা বলে জামানতের কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে একটি প্রতারক চক্র।

পল্লী উন্নয়ন সমিতির ব্যানারে গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামে অফিস খুলে বসেন প্রতারক চক্রটি। আকর্শনীয় অফারে কয়েকদিনের ব্যাবধানে জামানতের টাকা নিয়ে রাতারাতি আত্মগোপন করেন তারা। সমিতির ব্যবস্থাপক ও সদস্যদের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব না হলেও তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগিরা। গাংনী থানা পুলিশ বলছেন বিষয়টি খোজ খবর নেয়া হচ্ছে এবং প্রতারক চক্রটিকে গ্রেফতারের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে উপজেলা প্রশাসন বলছেন এসব সচেতনাতার অভাব। খোঁজ খবর না নিয়ে যার তার হাতে টাকা দেয়া মানুষের বোকামি ছাড়া কিছুই না। এখন আগের তুলনায় মানুষ অনেকটা সচেতন হয়েছে। তবুও মানুষ ঠকলে কিছুই করার থাকেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, যারা সমিতি থেকে ঋণ নেন তারা সমাজের খুবই অসহায় দরিদ্র মানুষ। এমন অসহায় মানুষদের সাথে যারা প্রতারণা করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা দরকার সেজন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সহায়তা। তাদেরকে চিনতে পারলে অবশ্যই পুলিশ কিংবা উপজেলা প্রশানকে খবর দেয়ার অনুরোধ করেন তিনি।

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে ৩ টি গরু চুরি

দুটি গরু হারিয়ে ভ্যান চালক আকছেদ আলী এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অনেক কষ্টে দুটি গরু কিনে প্রায় ১ বছর পালন করে এবারের কুরবানীর ঈদের বাজারে বিক্রি করার কথা তার। গরু দুটি কিনতে বাড়িতে কয়েকজন ব্যাপারিও এসেছিলেন। দামে পড়তা না হওয়ায় স্থানীয় হাটে তোলার কথা ছিল গরু দুটি। তার আগেই চোরের দল ভ্যান চালক আকছেদ আলীর সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় চোরের দল গোয়াল ঘরের বেড়া কেটে চুরি করে নিয়ে গেছে গরু দুটি। একই সময়ে প্রতিবেশী আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে।

আকছেদ আলী জানান, আমি গরীব মানুষ। অনেক কষ্ট করে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গরু দুটি কিনেছিলাম। এবারের কোরবানীর হাটে বিক্রি করার কথা ছিল। কিন্তু গতরাতে চোরের দল গরু দুটি চুরি করে নিয়ে গেছে। একই পাড়ার আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি হয়েছে।

গরু তিনটির আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা বলে জানান গরুর মালিক আকছেদ আলী ও আব্দুর রশিদ। গরু তিনটি বিভিন্ন স্থানে খোঁজা খুজি করা হচ্ছে বলে জানান গরুর মালিকরা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গরু চুরির বিষয় এখনও কেও জানায়নি। তবে বিষয়টি এখন আমিও খোঁজ খবর নেবো।

মুজিবনগরে ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ

সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সাময়িকভাবে মুজিবনগরে সকল ইনজিও থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েঝছে উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির মিটিং এ সকল এনজিও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি এক স্বাক্ষরিত বিঙ্গপ্তির মাধ্যেমে এ ঘোষনা দেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের সংক্রামন দেখা দিয়েছে।করোনা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সারাদেশ প্রায় স্থবির হয়ে পরেছে। এতে সাধারন জনগনের রোজগার কমে গিয়েছে,এমনকি অনেকের দৈনন্দিন আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের পরিস্থিতি আরও খারাপ।ফলে এ পরিস্থিতিতে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এনজিও ঋণের কিস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পরেছে। তাই সাধারন জনগনের কথা চিন্তা করে উপজেলা এনজিও প্রধানদের সাথে মিটিং এ আলোচনা করে সকলের সিদ্ধান্তক্রমে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া প্রযন্ত কিস্তি বন্ধ রাখার ঘোষনা দেওয়া হয়।